সংবাদ

03 SEP 2016
তারিখ ... 03 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২

কলেজ জাতীয়করণ কার্যক্রম শুরু

শিক্ষকদের মর্যাদা নির্ধারণ নিয়ে জটিলতা

রাকিব উদ্দিন

সরকার তিন শতাধিক বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু করলেও শিক্ষকদের মর্যাদা নির্ধারণ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়করণের আওতায় আসা শিক্ষকরা 'ক্যাডার স্ট্যাটাস' পাবে কীনা তা এখনও নির্ধারণ হয়নি। কিন্তু সরকারি কলেজের শিক্ষক অর্থাৎ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সদস্যরা বলছেন, আত্মীকৃত (জাতীয়করণ) শিক্ষকদের 'ক্যাডার মর্যাদা' মেনে নেয়া হবে না। আত্মীকৃত শিক্ষকদের ক্যাডার শিক্ষকদের ন্যায় মর্যাদা দেয়া হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পাওয়া ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করছে শিক্ষা অধিদফতর।

এ ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষকরা সরাসরি শিক্ষা ক্যাডারে প্রবেশ করলে মামলা হবে, পাল্টা মামলা হবে, আমাদের পদোন্নতিতে জটিলতা সৃষ্টি হবে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে। আমরা এই পরিস্থিতি দেখতে চাই না। শিক্ষা ক্যাডার সমিতি এটা মানবে না।'

তিনি জানান, 'প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন-জাতীয়করণের শিক্ষকরা পাঁচ বছর অন্যত্র বদলি হতে পারবে না। কলেজেই তাদের পদোন্নতি দিতে হবে।' জাতীয়করণসহ বর্তমানে দেশের সরকারি কলেজ রয়েছে ৩৩৩টি। এর মধ্যে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষা ক্যাডার সদস্য আছেন প্রায় ১৬ হাজার।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাবেক মহাসচিব প্রফেসর মাসুমে রাব্বানী খান সংবাদকে বলেন, 'বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ আমরাও চাই। কিন্তু যেসব শিক্ষক পিএসসি তো দূরের কথা, গ্রহণযোগ্য কোন পরীক্ষা ছাড়াই বেসরকারি কলেজের শিক্ষক হয়েছেন, তাদের মর্যাদা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

মর্যাদা : নির্ধারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মর্যাদা-যোগ্যতা কী পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সদস্যদের সমান হতে পারে?'

অনেকে একাধিক তৃতীয় শ্রেণী নিয়ে বেসরকারি কলেজের শিক্ষক হয়েছে- মন্তব্য করে ঢাকার ইডেন কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মাসুমে রাব্বানী আরও বলেন, 'আমরা আগে শুনেছিলাম- আত্মীকৃত শিক্ষকরা নন-ক্যাডার থাকবেন এবং তারা অন্য কলেজে বদলি হতে পারবেন না। কিন্তু সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন দেখা যায়নি জাতীয়করণ হওয়া কলেজে। এজন্য শিক্ষা ক্যাডারে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে হলেও সরকারি কলেজ করা হবে, যাতে অন্তত ওই কলেজকে মডেল ধরে উপজেলার অন্যান্য কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে পারে। পাশাপাশি যেকোন সহযোগিতা যেন সরকারি কলেজ থেকে অন্য কলেজ পেতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে সব উপজেলার মানুষ যাতে সরকারি কলেজে পড়া-লেখার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করা। সরকারের পক্ষে নতুন করে কলেজ স্থাপন করা সম্ভব না হওয়ায় উপজেলা পর্যায়ের পুরনো ও অপেক্ষাকৃত ভালো অবকাঠামো সম্পন্ন কলেজ রয়েছে, যেগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। এই ধরনের কলেজকে জাতীয়করণে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যেসব এলাকা দুর্গম এবং সরকারি কলেজ নেই, সেসব এলাকাকে সরকারিকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয় বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে মোট ১৮টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এই ১৮টি কলেজের সব শিক্ষককে 'ক্যাডার মর্যাদা' দেয়া হয়েছে। তারা সরকারি কলেজে বদলিও হতে পারছেন।

জাতীয়করণ হলে শিক্ষকরা ক্যাডার মর্যাদা পাবে কীনা জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সংবাদকে বলেন, 'এগুলো এখনই বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ প্রথমে হবে সরকারিকরণ, পরে আত্মীকরণ। তবে আত্মীকরণ হলে তারা ক্যাডার মর্যাদা পাবেন।'

তিনি আরও জানান, '২০০০ সালের বিধিমালা অনুযায়ী আত্মীকরণ হবে নাকি নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে সে সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি।'

তবে এ ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ক্যাডার সার্ভিসে আসতে হলে একটি প্রক্রিয়া- পিএসসির মধ্য দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু তা না হয়ে সরাসরি ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করবে সেটা হতে পারে না। আমরাও কলেজ জাতীয়করণ চাই। সরকারের সক্ষমতা বেড়েছে, এটা খুবই ভালো দিক। তাই বলে অন্য কোন ক্যাডারে না থাকলেও কেবলমাত্র শিক্ষা ক্যাডারে বারবার পার্শ্বপ্রবেশ, প্রজেক্ট থেকে প্রবেশ মেনে নেয়া হবে না। আমাদের প্রায় ১৬ হাজার সদস্য এর প্রতিবাদ করবেই।'

দেশে মোট উপজেলা ৪৮৯টি। এর মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে ১৬১টি উপজেলায়। অর্থাৎ ৩২৮টি উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই। সরকারি কলেজ নেই- এই ধরনের ৩২১টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এই সিদ্ধান্তের আলোকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পাওয়া ১৯৯টি বেসরকারি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ৪ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকে চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে গত ৩০ জুন থেকেই ১৯৯টি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের কথা বলা হয় মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে।

মাউশি এখন ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষার্থীসহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। মাউশিকে ১৯৯টি কলেজের পৃথক পৃথক পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে। এরপর এগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

এ ব্যাপারে প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকি প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।'